সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। দ্বিজোপকৃতিঃ পদের দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ দ্বিজোপকৃতিঃ পদের দ্বারা ব্রাহ্মণের উপকার বোঝানো হয়েছে। মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণকে পাতাল রাজ্যের অধিপতি হতে মগধরাজ রাজহংসের পুত্র কুমার রাজবাহনের সাহায্যের যে কাহিনী আচার্য দণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিতে আছে তাই 'দ্বিজোপকৃতিঃ'।

২। বামদেব কে? রাজার উদ্দেশ্যে তাঁর উপদেশ বাক্যটি কি ছিল?

উঃ বামদেব হলেন একজন ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি। লাবণ্যপূর্ণ, অরণ্য সমৃদ্ধ , বন্ধুগণ কর্তৃক স্তুত, সর্বক্লেশ সহিষ্ণু কুমার রাজবাহনের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা অতিসত্ত্বর করার জন্য মহর্ষি বামদেব রাজ্যচ্যুত বনবাসী মগধরাজ রাজহংসকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

৩। গৌরীপতি কথিত নির্দেশগুলির বর্ণনা দাও।

উঃ দেবাদিদেব মহাদেব স্বপ্নে মাতঙ্গকে জানালেন— বিন্ধ্যারণ্যের অন্তরালে প্রবাহিত নদী তটিনীতে সিদ্ধসাধ্য পূজিত স্ফটিক শিবলিঙ্গের পশ্চাতে পার্বতীর পদচিহ্নিত এক শিলাখণ্ডের নিকটে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখতুল্য এক বিবরে (গর্তে) প্রবেশ করে সেখানে রাখা এক তাম্রশাসনে উপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠান করে সে পাতাল রাজ্যের অধীশ্বর হবে। আজ অথবা কাল তাকে সাহায্যের জন্য এক রাজপুত্র (রাজবাহন) আসবেন।

৪। 'ব্রাহ্মণব্রুবা' বলতে কি বোঝ?

উঃ ব্রাহ্মণদের যে সব বংশধর বেদাদি বিদ্যার অধ্যয়ণ, নিজ নিজ বংশের আচার-আচরণ, সত্যশুচিতাদি ধর্মপালন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্জন করে অব্রাহ্মণোচিত কর্ম করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্রিয়াদি রহিত, কিন্তু নিজেকে মুখে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করে তাদেরকেই 'ব্রাহ্মণব্রুবাঃ বলে।

৫। 'সচিব নৈষোঽমুষ্য মৃত্যুসময়ঃ'— কার মৃত্যুর সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? বাক্যস্থ 'সচিব' শব্দের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

উঃ আলোচ্য উদ্ধৃতাংশে মাতঙ্গ নামক এক কিরাতসর্দার ব্রাহ্মণ যুবকের মৃত্যু সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'সচিব' শব্দের দ্বারা যমরাজের লেখক কর্মচারী চিত্রগুপ্তকে বোঝানো হয়েছে।

Scanned by CamScanner

৬। 'চিত্র গুপ্তোঽপি তত্র তত্র .....দর্শয়িত্বা পুণ্যবুদ্ধিমুপদিশ্য মামুঞ্চৎ'— চিত্রগুপ্ত কর্তৃক প্রদর্শিত স্থানগুলির বর্ণনা দাও।

উঃ চিত্রগুপ্ত কর্তৃক প্রেতপুরীতে প্রদর্শিত স্থানগুলির কোথাও বহু পাপিষ্ঠকে অত্যন্ত উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভে বেঁধে রাখা হয়েছে, কাউকে ফুটন্ত তেলের বিশাল কড়াইতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কাউকে বা বড় মুগুরের আঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার কাউকে বা ধারালো মোটা শাবল দিয়ে মাংসগুলো খান খান করে কেটে দেওয়া হচ্ছে— এরূপ আরও অনেক শাস্তি দেখিয়ে এবং শেষে পুণ্য কর্মের উপদেশ শুনিয়ে বিদায় দিলেন।

৭। 'ননু পাপাঃ ন হন্তব্যো ব্রাহ্মণঃ'— কে কাকে একথা বলেছিল? এই মন্তব্যের কী ফল হয়েছিল?

উঃ উদ্ধৃতাংশে মাতঙ্গ তার অনুচরদের বলেছিল। বিন্ধ্যারণ্যে এক ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে গিয়ে তার সহচরদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে মাতঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত হল।

৮। 'মাং তৎসপত্নীং' করোতু ভবান্'— এখানে 'ভবান্' কে? 'তৎসপত্নীম্' শব্দ দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

উঃ 'ভবান্' বলতে এখানে মাতঙ্গকে বোঝানা হয়েছে। 'তৎসপত্নী' বলতে পাতাল রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে সপত্নী করতে অর্থাৎ পাতাল কন্যা কালিন্দীকে বিবাহ করতে মাতঙ্গকে বলা হয়েছে।

৯। 'দেব ভবতে বিজ্ঞাপনীয়ং রহস্যং কিঞ্চিদস্তি'— মন্তব্যটি কার? এখানে 'দেব' শব্দের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

উঃ মন্তব্যটি মাতঙ্গের। এখানে 'দেব' শব্দের দ্বারা কুমার রাজবাহনকে বোঝানো হয়েছে।

১০। 'প্রমোদাশ্রুপূর্ণো রাজা পুলকিতাঙ্গং তং গাঢ়মালিঙ্গ....ব্যাজহার'।
—রাজা কে? তিনি কাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

উঃ রাজা হলেন রাজবাহন। তিনি রোমাঞ্চিত শরীরে সোমদত্তকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন।

১১। 'ভূবল্লভ! ভবদীয়মনোরথফলমিব.....নুতমিত্রো ভবৎপুত্রোঽপুভবতি'। এখানে 'ভূ-বল্লভ' কাকে বলা হয়েছে? এবং 'ভবৎ পুত্রে' শব্দে কার পুত্রের কথা বলা হয়েছে? সেই পুত্রের নাম কি?

উঃ এখানে ভূ-বল্লভ, বলতে মহারাজ রাজহংসকে বলা হয়েছে। 'ভবৎপুত্রে' বলতে রাজহংসের পুত্র রাজবাহনকে বোঝানো হয়েছে।

১২। 'নৈষোঽমুষ্য মৃত্যুসময়ঃ'—কোন্ প্রসঙ্গে কে একথা বলেছেন?

উঃ ব্রাহ্মণ দস্যু মাতঙ্গ এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে নিজের সহচরদের হাতে

Scanned by CamScanner

নিহত হয়। তারপর সে প্রেতপুরীতে উপস্থিত হয়ে যমরাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তখন যমরাজ অমাত্য চিত্রগুপ্তকে উক্ত কথা বলেছেন।

১৩। 'তৈরভিহতো গতজীবিতোঽভবম্'— বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?

উঃ উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কিরাতদস্যুদের দলপতি মাতঙ্গের। রাজবাহনের কাছে নিজের জীবনের কথা বলার সময় নিজের সহচরদের হাত থেকে এক ব্রাহ্মণকে বাঁচানোর প্রসঙ্গে মাতঙ্গ এই উক্তিটি করেছে।

১৪। 'রাজকুমারোঽদ্য শ্বো বা সমাগমিষ্যতি'— রাজকুমার কে? কেন তিনি আসবেন?

উঃ রাজকুমার হলেন, রাজা রাজহংসের পুত্র রাজবাহন। বিন্ধ্যারণ্যবাসী মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণকুমারকে পাতালপুরীর অধীশ্বর হওয়ার জন্য সাহায্য করতে তিনি আসবেন।

১৫। 'সম্প্রতি মহান্ময়নোৎসবো জাতঃ'— বক্তা কে? কখন কাকে একথা বলা হয়েছে?

উঃ এখানে বক্তা কুমার সোমদত্ত। বিশালা নদীর উপকণ্ঠে এক ক্রীড়াকাননে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে হারানো বন্ধুও রাজকুমার রাজবাহনকে দেখতে পেয়ে সোমদত্ত তাঁকে একথা বলেছেন।

১৬। 'বালে', কশ্চিদ্দিব্যদেহধারী.....রসাতলং পালয়িষ্যতি।'— 'বালে' এই সম্বোধন কে কার প্রতি করেছিলো?

উঃ 'বালে' এই সম্বোধন মাতঙ্গ কালিন্দীর প্রতি করেছিল।

১৭। 'ছায়াশীতলে তলে সংবিষ্টেন মনুজনাথেন সপ্রণয়মভাণি'— 'সংবিষ্টেন' এবং 'মনুজনাথেন' শব্দ দুটির অর্থ লেখো।

উঃ 'সংবিষ্টেন' শব্দটির অর্থ উপবিষ্ট আর 'মনুজনাথেন' শব্দটির অর্থ রাজা রাজবাহনের দ্বারা।

১৮। 'শমনং বিলোক্য তস্মৈ দণ্ডপ্রণামকরবম্'— শমনঃ কে? বক্তা তাঁর বর্ণনা কিভাবে করেছেন?

উঃ শমনঃ হলেন যমরাজ বক্তা অর্থাৎ মাতঙ্গ প্রেতপুরীতে উপস্থিত হয়ে শরীরধারী পুরুষগণ কর্তৃক পরিবৃত, রত্নখচিত সিংহাসনে সমাসীন যমরাজকে দেখে আমি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলাম। বক্তা এইভাবে যমরাজের বর্ণনা করেছেন।

১৯। তেজোময়োঽয়ং মানুষমাত্রপৌরুষো নূনং ন ভবতি'— কে কার উদ্দেশ্যে এরূপ মনে করেছিলেন?

উঃ কিরাত দলপতি মাতঙ্গ, রাজকুমার রাজবাহনের উদ্দেশ্যে এরূপ মনে করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

২০। দশকুমারচরিতম্ গ্রন্থটির রচয়িতা কে? এটি কোন্ শ্রেণির গদ্যকাব্য?

উঃ 'দশকুমারচরিতম্' গ্রন্থটির রচয়িতা আচার্য দণ্ডী। এটি আখ্যায়িকা শ্রেণির গদ্যকাব্য।

২১। দণ্ডী রচিত অপর দুটি গ্রন্থের নাম কি?

উঃ দণ্ডী রচিত অপর দুটি গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ ও অবন্তীসুন্দরীকথা।

২২। মাতঙ্গ কে?

উঃ বেদাদি বিদ্যার অনুশীলন এবং নিজ বংশের আচরণ ও সত্য শুচিতাদি ধর্ম বর্জন করে পাপাচারী কিছু নামমাত্র ব্রাহ্মণ কিরাত জাতির নেতা হয়ে তাদের অন্ন গ্রহণ করে জীবন ধারণ করত। মাতঙ্গ ছিল তাদের মধ্যে একজনের নিন্দিত চরিত্র পুত্র।

২৩। দশকুমারচরিতের দশজন কুমারের নাম লেখো।

উঃ রাজবাহন, উপহারবর্মা অপহারবর্মা, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, অর্থপাল, পুষ্পোদ্ভব, প্রমতি, সোমদত্ত ও বিশ্রুত।

২৪। কুমারেরা কীরূপ ছিলো?

উঃ কুমারেরা ছিল সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ, সৌন্দর্যে কামদেবতুল্য। কার্তিকের চেয়েও সাহসী। লাবণ্যময়, করতলে ধ্বজ-ছত্র-বজ্রের চিহ্ন অঙ্কিত, পরস্পর সহোদর ভ্রাতারন্যায় আচরণকারী ইত্যাদি।

২৫। রাজবাহন কে? তাঁর কোথায় জন্ম হয়েছিল?

উঃ মগধের রাজা রাজহংসের পুত্র হলেন রাজবাহন। এঁর জন্ম হয়েছিল বিন্ধ্যাটবীতে।

২৬। রাজবাহনের পিতা ও মাতার নাম কি?

উঃ রাজবাহনের পিতা মগধররাজ রাজহংস এবং মাতা হলেন বসুমতী।

২৭। সোমদত্ত কে?

উঃ সোমদত্ত হলেন মগধ রাজ্যের রাজা রাজহংসের মন্ত্রী সিতবর্মার দুই পুত্রের মধ্যে সত্যবর্মার পুত্র এবং রাজা রাজহংসের পুত্র রাজবাহনের মিত্র।

২৮। দশকুমারচরিত কটি অংশে বিভক্ত ও কি কি?

উঃ দশকুমারচরিত দুটি অংশে বিভক্ত— পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা।

২৯। কালিন্দী কে? তার পরিচয় দাও।

উঃ পাতাল রাজ্যের অধীশ্বর অসুরকুলের রাজকন্যা হলেন কালিন্দী। যুদ্ধে তার পিতা দেবতাদের পরাজিত করায় বিষ্ণু তার পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে তার পিতাকে হত্যা করেন।

৩০। রাজবাহনের সঙ্গে সোমদত্তের কোথায় পুনর্সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উঃ রাজবাহন ও সোমদত্ত উজ্জয়িনীর জনপদের প্রান্তবর্তী এক উদ্যানে উভয়ের পুনর্সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

Scanned by CamScanner